ঝিনাইদহে মগের মুল্লুকসহ তিনটি প্রতিষ্ঠানকে ২১ হাজার টাকা জরিমানা

ঝিনাইদহে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্যপণ্য তৈরি ও সংরক্ষণসহ বিভিন্ন অনিয়মের দায়ে মগেরমুল্লক হোটেলসহ তিনটি প্রতিষ্ঠানকে মোট ২১ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) জেলার সদর উপজেলার আরাপপুর বাজার ও চরমুরারীদহ এবং শৈলকুপা উপজেলার ভাটই বাজারে এ অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানে ভাটই বাজারের মিষ্টির দোকান ও হোটেলগুলোতে তদারকি করা হয়। এ সময় নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্যপণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ, খোলা অবস্থায় খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ, খোলা লবণ ব্যবহার, অনুমোদনহীন রং ব্যবহার, ফ্রিজে কাঁচা ও রান্না করা বাসি খাবার একসঙ্গে সংরক্ষণ এবং মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করার মতো অনিয়ম পাওয়া যায়।

এসব অপরাধে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী লিমন হোটেলকে ১০ হাজার টাকা এবং আল ফুরকান সুইটসকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অন্যদিকে, সদর উপজেলার চরমুরারীদহ এলাকায় অবস্থিত মগের মুল্লুক হোটেলে তদারকির সময় নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্যপণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ এবং ফ্রিজে কাঁচা ও রান্না করা বাসি খাবার একসঙ্গে সংরক্ষণের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ অপরাধে প্রতিষ্ঠানটিকে ৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানে তিনটি প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ২১ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এছাড়া সদর উপজেলার আরাপপুর বাজারে ডিমের পাইকারি দোকান ও মুদি দোকানগুলোতে তদারকি করা হয়। ব্যবসায়ীদের যথাযথভাবে মূল্য তালিকা প্রদর্শন এবং ক্রয়-বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণের নির্দেশনা দেওয়া হয়।

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ঝিনাইদহ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক নিশাত মেহেরের নেতৃত্বে অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে সহযোগিতা করেন সদর উপজেলা ও শৈলকুপা উপজেলার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো: বুলবুল আহমেদ। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় দায়িত্ব পালন করে ঝিনাইদহ জেলা পুলিশের একটি দল।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে এ ধরনের বাজার তদারকি অভিযান অব্যাহত রাখবে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

ঝিনাইদহে ইজিবাইকের ধাক্কায় বাস শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা নিহত

ঝিনাইদহ শহরে রাস্তা পারাপারের সময় ইজিবাইকের ধাক্কায় সাইদুল ইসলাম সাঈদ (৫৭) নামে এক শ্রমিক নেতা নিহত হয়েছেন।

সোমবার (২৪ আগস্ট) বিকেল ৩টার দিকে শহরের চুয়াডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে এসময় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতলে ভর্তি কর হয়।

এরপর অবস্থার আরও অবনতি হতে থাকলে ঝিনাইদহ সদও হাসপাতাল থেকে তাকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে রেফার্ড করা হলে হাসাপতালে পৌছানোর আগেই রাত ৯টার দিকে তার মৃত্যু হয়। এখবর ঝিনাইদহে পৌছানোর সাথে সাথে বাস মালিক সমতিরি মালিক ও শ্রমিকদরে মধ্যে মোকের ছায়া নেমে আসে।

ঝিনাইদহ বাস-মালিক সমিতির সাবেক সেক্রেটারি নিহত সাইদুল ইসলাম সাঈদ পৌর শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের পাগলাকানাই এলাকার বাসিন্দা ইউসুফ শাহ’র ছেলে।

প্রতিবেশি জিকু হাসান জানান, সোমবার বিকেলে চুয়াডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় রাস্তা পার হচ্ছিলেন সাইদুল ইসলাম সাঈদ। এ সময় একটি ইজিবাইক তাকে ধাক্কা দিলে তিনি রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে

গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য প্রথমে ঝিনাইদহ সদর হাসাপাতালে পাঠান পরে তার অবস্তার অবনতি দেখে উন্নত চিকিৎসার জন্য ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে হাসাপাতালে চিকিৎসাধিন অবস্থায় তিনি মারা যান।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আসাদুজ্জামান বলেন, শ্রমিক নেতা সাইদ মারা গেছেন বলে শুনেছি। তাকে চিকিৎসার জন্য ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা গেছেন।

এদিকে শহরের পরিচিত মুখ শ্রমিক নেতা সাইদুল ইসলাম সাঈদের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

কোটচাঁদপুরে আন্ত:বিভাগীয় অজ্ঞান পার্টির ২ সদস্য গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে আন্তঃবিভাগীয় অজ্ঞান পার্টির দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। চলন্ত বাসে ডাবের পানি পান করিয়ে এক শিক্ষিকাকে অচেতন করে স্বর্ণালংকার লুটের ঘটনায় তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) রাতে জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল ও কোটচাঁদপুর থানা পুলিশের যৌথ অভিযানে গাজীপুর ও মাগুরা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

জেলা পুলিশের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৯ জুন যশোর থেকে শাপলা পরিবহনের একটি বাসে কোটচাঁদপুরে ফিরছিলেন এক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। কোটচাঁদপুরের এলাঙ্গী বাজার এলাকায় পৌঁছানোর আগে অজ্ঞাত এক ব্যক্তি তাকে ডাবের পানি পান করতে দেন। পানি পান করার পর তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। পরে তার স্বামী বাসে গিয়ে তাকে অচেতন অবস্থায় দেখতে পান। এ সময় অজ্ঞানপার্টির সদস্যরা তার

পরিহিত স্বর্ণের চেইন, আংটি ও খাড়ু নিয়ে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় ৩০ জুন কোটচাঁদপুর থানায় মামলা করেন ভুক্তভোগীর স্বামী। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটন ও জড়িতদের গ্রেপ্তারে ঝিনাইদহের পুলিশ সুপার সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল ও কোটচাঁদপুর থানা পুলিশকে নির্দেশ দেন। এর ধারাবাহিকতায় তদন্তকারী দল তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে।

পরে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গাজীপুরের টঙ্গী থানা এলাকায় এবং মাগুরা সদর থানা এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে দুলাল হাওলাদার ও তিলক খানকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন-খুলনার ফুলতলা উপজেলার আলকা দামোদর গ্রামের আবুল কালাম হাওলাদারের ছেলে দুলাল হাওলাদার (৪০) ওরফে ‘মলম দুলাল’ ও মাগুরা সদর উপজেলার বোগিয়া গ্রামের হাসেম খানের ছেলে তিলক খান (৪৪)।

সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের দায়িত্বরত এস আই ইখলাচুর রহমান বলেন, তদন্তে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে অজ্ঞান পার্টির দুই সদস্যের অবস্থান শনাক্ত করা হয়। পরে গাজীপুর ও মাগুরায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন এলাকায় অজ্ঞান করে অপরাধ সংঘটনের একাধিক মামলা রয়েছে।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহের পুলিশ সুপার মিয়া মোহাম্মদ আশিস বিন হাসান বলেন, জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জেলা পুলিশ নিরলসভাবে কাজ করছে। অপরাধী যে-ই হোক, তদন্তের মাধ্যমে তাদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে। অজ্ঞান পার্টিসহ সংঘবদ্ধ অপরাধীদের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

হরিণাকুণ্ডুতে অগ্নিকান্ডে মুদি দোকানীর সহায় সম্বল পুড়ে ছাই

‎ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ভবাণীপুর গ্রামে পান বাজার সংলগ্ন বসত বাড়ি ও মুদি দোকানে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে।

সোমবার (২৪ আগষ্ট) গভীর রাতে ওই গ্রামের ইমরানের মুরগীর খামার, গোয়ালঘর, বিচালি পালা, নতুন মটর সাইকেল পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। এছাড়া দোকানে থাকা ফার্নিচার, মুদি মালামাল গৃহপালিত পশুসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম পুড়ে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। ইমরান হোসেন ওই গ্রামের মৃত আকবর হোসেনের সন্তান।

এ অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীর দাবি,অগ্নিকান্ডে তাদের প্রায় ১৫ লাখ টাকার ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে।

‎ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয়রা জানান, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট বা দোকানে গ্যাস সিলিন্ডার থেকে এ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেনি। পরিকল্পিত ভাবে কেউ আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। খবর পেয়ে হরিণাকুণ্ডু ও আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের দুইটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করে। প্রায় দুই ঘণ্টার আপ্রাণ চেষ্টায় ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন।

‎এদিকে রাতের আঁধারে নিজেদের সম্বল ও অর্জিত স্বপ্ন এভাবে ছাই হয়ে যাওয়া দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন দোকান মালিকসহ তার পরিবারের সদস্যরা।

অল্প বয়সে বাবার মৃত্যুর পর সংসারের হাল ধরে প্রচুর পরিশ্রম করে এখন সফলতায় দারপ্রান্তে এসে দাড়িয়েছে, ‎হঠাৎ এই দুর্ঘটনায় ইমরানকে আবার নিঃস্ব করে দিয়েছে।

মুদি ব্যবসায়ী ইমরান জানান, বহু বছরের কষ্টার্জিত সম্পদ মুহূর্তের মধ্যে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তিনি আরও বলেন তার একামাত্র আয়ের পথ ছিলো এই প্রতিষ্ঠানটি সেটিও আগুনে পুড়ে আজ তিনি সহায়-সম্বলহীন পথের ভিখারিতে পরিনত হয়েছে। এব্যাপারে তিনি সরকারের কাছে সহযোগিতা কামনা করেছেন।

কোটচাঁদপুরে চাচাতো ভাইয়ের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে কৃষক নিহত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে জমিজমা নিয়ে বিরোধের জেরে চাচাতো ভাইয়ের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে তবিবার হোসেন (৪৫) নামে এক কৃষক নিহতের খবর পাওয়া গেছে।

রবিবার (২৩ আগষ্ট) সকলে উপজেলার দোড়া ইউনিয়নের মল্লিকপুর মাঠে এ ঘটনা ঘটে। নিহত তবিবার হোসেন মল্লিকপুর গ্রামের নবিছদ্দিন মন্ডলের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে জমিজমা ও পারিবারিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তবিবার হোসেনের সঙ্গে তার ভাতিজা ও চাচাতো ভাই শাকিলের কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে চাচাতো ভাই শাকিল ক্ষিপ্ত হয়ে ধারালো দেশীয় অস্ত্র হাসুয়া ও লাঠি দিয়ে তবিবার হোসেনের মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করে। এতে গুরুতর আহত হয়ে ঘটনাস্থলেই তিনি তবিবার মারা যান।

কোটচাঁদপুর থানার ওসি আজাদ রহমান জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তবিবার হোসেনের মরদেহ উদ্ধার করে।

ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে একই সাথে কোটচাঁদপুর থানায় হত্যা মামলার প্রক্রিয়া চলছে।

ঝিনাইদহে হত্যা মামলায় ছেলের ফাঁসি, বাবার যাবজ্জীবন

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জের কৃষক নায়েব আলী হত্যা মামলায় একজনের ফাঁসি ও অন্যজনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছে আদালত।

বৃহস্পতিবার (২০ আগস্ট) দুপুরে জেলা জজ মাসুদ আলী এ দন্ডাদেশ প্রদান করেন।

দন্ডিতরা হলেন- কালীগঞ্জ উপজেলার মালিয়াটি গ্রামের ইউনুচ আলী পাটোয়ারী (৫৬) ও তার ছেলে আলআমিন পাটোয়ারী।

মামলা সূত্রে জানা যায়, জমি নিয়ে বিরোধের জেরে ২০২৫ সালের ২৮ মে কালীগঞ্জ উপজেলার মালিয়াট গ্রামের কৃষক নায়েব আলীকে পিটিয়ে হত্যা করে প্রতিবেশী ইউনুছ আলী ও তার ছেলে আলআমিন। এই ঘটনায় নিহতের ছেলে বিল্লাল হোসেন বাদী হয়ে ৩ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ২/৩ জনকে আসামী করে থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। তদন্ত শেষে গত বছরের ১৮ আগস্ট ছেলে আল আমিন ও পিতা ইউনুচ আলীকে অভিযুক্ত করে আদালতে চার্জশিট প্রদান করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা। বিচারিক প্রক্রিয়া শুরুর মাত্র ৭ কার্যদিবসে ওই মামলায় ছেলে আল-আমিনকে ফাঁসি ও বাবা ইউনুচ আলীকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করে আদালত। একই সাথে ছেলের ৫০ হাজার ও বাবার ২০ টাকা জরিমানাও করা হয়।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট আকিদুল ইসলাম জানান, এ রায়ে নিহতের পরিবার স্বস্তি প্রকাশ করেছে। একই সঙ্গে আদালতের রায় দ্রুত কার্যকরের দাবি জানিয়েছেন তারা।

কোটচাঁদপুরে নিখোঁজের ৪ দিন পর পুকুরে মিলল মরদেহ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে নিখোঁজের চার দিন পর মফিজুল ইসলাম (৪০) নামে এক দিনমজুরের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (২০ আগস্ট) সকালে উপজেলার কুশনা ইউনিয়নের হরিণদিয়া গ্রামের ঝামাঘাটা পাড়ার একটি পুকুর থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত মফিজুল ইসলাম ওই গ্রামের মৃত মসলেম উদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, চার দিন আগে মফিজুল ইসলাম বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর নিখোঁজ হন। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর সন্ধান পাননি। বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ি থেকে প্রায় ২০০ গজ দূরে একটি পুকুরে মফিজুলের মরদেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির পর ময়নাতদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আজাদ রহমান বলেন, মফিজুল ইসলামের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁর পরিবার জানিয়েছে, তিনি মৃগী রোগে আক্রান্ত ছিলেন এবং প্রতিবন্ধী ভাতা পেতেন। তবে কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তা এখনই নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা পরিষদের পুকুর থেকে স্কুল ছাত্রের মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা পরিষদের পুকুর থেকে আল আরাবি (১৪) নামে এক স্কুলছাত্রের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শনিবার (১৫ আগস্ট) রাত ৯টার দিকে এই মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

সে ঝিনাইদহ শহরের মডার্ন মোড় এলাকায় বাবা মায়ের সাথে থেকে ঝিনাইদহ সরকারী বালক বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেনিতে লেখাপড়া করত।

আরাবি হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ভবাণীপুর গ্রামের মৃত ময়ন উদ্দীন মেম্বরের ছেলে শাহিন আহমেদের জ্যেষ্ঠ পুত্র । ঝিনাইদহ ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয়রা জানায়, দুপুরে প্রাইভেট পড়তে বাড়ি থেকে বের

হয় আরাবি।

এরপর সে আর বাড়ি না ফিরলে পরিবারের সদস্যরা তাকে খোঁজাখুঁজি করতে থাকে। এক পর্যায়ে রাত ৮টার দিকে সদর উপজেলা পরিষদের পুকুরের পাশে তার পরিহিত প্যান্ট পড়ে থাকতে দেখে আরাবির মা কান্নাকাটি করতে থাকে। সেসময় স্থানীয়রা ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুকুর থেকে আরাবী নামে ওই স্কুল ছাত্রকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।

ঝিনাইদহ ফায়ার সার্ভিসের লিডার লিয়াকত বিশ্বাস বলেন, স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার অভিযান শুরু করি। পরে শিশুটির নিথর দেহ উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়।

ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা সদর হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. রাজিব চক্রবর্তী বলেন, হাসপাতালে পৌছানোর অনেক আগেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। আমরা তাকে মৃত অবস্থায় পেয়েছি। ঝিনাইদহ সদর থানা পুলিশ লাশটি পোস্ট মর্টামের জন্য মর্গে পাঠায়, লাশের মৃত্যু নিয়ে কোন ধরণের রহস্য উৎঘাটন হতে পারে ভেবে লাশের ময়না তদন্ত করে স্বজনদের কাছে পাঠাবেন বলে বলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদুজ্জামান জানান।

রবিবার (১৬ আগষ্ট) দুপুরে লাশের ময়না তদন্ত শেষে তার পিতামাতার কাছে হস্তান্তর করা হয়।

ঝিনাইদহে খাদ্যের মোড়কে স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি

ঝিনাইদহ শহরের মর্ডাণ মোড়ে রোববার (১৫ আগস্ট) সকালে জনস্বাস্থ্য রক্ষায় খাদ্যের মোড়কে অতিরিক্ত লবণ, চিনি ও

ট্রান্সফ্যাটের পরিমাণ জানতে স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর দাবিতে ঘন্টা ব্যাপি এক অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়েছে। অবস্থান কর্মসূচি শেষে ঝিনাইদহ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সুবীর কুমার নাথ এর কাছে খাদ্য প্রতিমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

পদ্মা সমাজ কল্যাণ সংস্থা ও সিটিজেন নেটওয়ার্কের আয়োজনে এবং সিএলপিএর সহযোগিতায় ‘জনস্বাস্থ্য রক্ষায় খাদ্যের মোড়কে অতিরিক্ত লবণ, চিনি ও ট্রান্সফ্যাট এর পরিমাণ জানতে স্বাস্থ্য সতর্কবাণী চাই’ শীর্ষক এ অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নেন স্থানীয় নাগরিক সমাজ ও বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পদ্মা সমাজ কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোঃ হাবিবুর রহমান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অ্যাডভোকেট নাছির উদ্দীন, সাংবাদিক বসির আহাম্মেদ, শেল্টার সমাজকল্যাণ সংস্থা পরিচালক মো. সাইম, পদ্মা সমাজ কল্যাণ সংস্থার সদস্য মেহেদী হাসান।

বক্তব্যে মোঃ হাবিবুর রহমান বলেন, “প্রক্রিয়াজাত ও প্যাকেটজাত খাদ্যে অতিরিক্ত লবণ, চিনি ও ট্রান্সফ্যাট জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি তৈরি করছে। উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগসহ বিভিন্ন অসংক্রামক রোগের ঝুঁকি বাড়ছে। ভোক্তারা সহজেই যেন বুঝতে পারেন কোন পণ্যে কী পরিমাণ ক্ষতিকর উপাদান রয়েছে, সেজন্য খাদ্যের মোড়কের সামনের অংশে স্পষ্ট ও সহজবোধ্য স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাধ্যতামূলক করতে হবে। এটি জনস্বাস্থ্য রক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।”

তিনি আরও বলেন, সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়ে যে, ফ্রন্ট-অব-প্যাক লেবেলিং ব্যবস্থা দ্রুত বাস্তবায়ন করা হোক, যাতে মানুষ সচেতনভাবে স্বাস্থ্যকর খাদ্য বেছে নিতে পারে।

অ্যাডভোকেট অ্যাডভোকেট নাছির উদ্দীন কর্মসূচিতে আগত সকল সংগঠনের কর্মী ও স্থানীয় নাগরিকদের বলেন, নাগরিক সমাজের এই দাবি ন্যায়সঙ্গত এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষায় সময়োপযোগী। তিনি সবাইকে এ বিষয়ে সোচ্চার থাকার আহ্বান জানান।

অবহেলিত স্বাস্থ্য খাতের শৃঙ্খলা ফেরাতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি

স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, ফ্যাসিস্ট সরকারের রেখে যাওয়া অবহেলিত স্বাস্থ্য খাতের শৃঙ্খলা ফেরাতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। কেবল স্বাস্থ্যখাত নয়, বরং দেশের চিকিৎসা পদ্ধতিই পরিবর্তন করে দেয়া হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় আগামী তিন বছরের মধ্যে দেশের সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৯ তলা বিশিষ্ট আধুনিক স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স করা হবে। তিন ধাপে দেশের সকল ৫০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১৫১ শয্যায় উন্নীত করা হবে।

তিনি বলেন, বিগত ১৭ বছরে ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দেশের চিকিৎসা খাতকে মারাত্মক ভাবে অবহেলা করা হয়েছে। সকল খাতে লুটপাট করা হয়েছে, চিকিৎসা খাতেও ব্যাপক লুটপাট করা হয়েছে। দায়বদ্ধতার অভাব ছিল, যে কারণে স্বাস্থ্যসেবা বিঘ্নিত হয়েছে।

রোববার (১৬ আগস্ট) সকালে এক আকস্মিক ঝটিকা সফরে ঝিনাইদহের মহেশপুর ও কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে হাসপাতালের ওষুধ ক্রয়েও দুর্নীতি হয়েছে। মানুষের জন্য বরাদ্দকৃত সরকারি ওষুধ, অ্যান্টি র্যাবিস ভ্যাকসিন, অ্যান্টি স্নেক ভেনম সহ জরুরী ইনজেকশন হাসপাতালের বাইরে বিক্রি করা হতো। রোগীদের ওষুধ দেয়া হতো না। রোগীদের সঙ্গে চিকিৎসকরা খারাপ আচরণ করতেন। অনেক জায়গায় চিকিৎসকরা নিয়মিত হাসপাতালে আসতেন না। ডাক্তার নার্সরা রোগীদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করতেন। আমরা দায়িত্ব গ্রহণের পরে বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে এ ধরণের অভিযোগের নোট পেয়েছি।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন বলেন, দেশের

স্বাস্থ্যখাতকে নতুন একটি শৃঙ্খলার মধ্যে চিকিৎসা পদ্ধতিকে আমরা নিয়ে আসতে চাচ্ছি। চিকিৎসক সংকট, ওষুধ সংকট ও রোগীদের সেবা সহজীকরণে আমরা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। সরকারি স্বাস্থ্যসেবার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা ফেরাতে আমরা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কোনো ছাড় দেবো না।

মন্ত্রী বলেন, আগামীতে ১৫১ শয্যা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চালুর পর এসব হাসপাতালে প্রসূতি নারীদের জন্য ২৫ শয্যার বিশেষ ওয়ার্ড রাখা হবে। শিশুদের জন্য ২০ শয্যার পৃথক ওয়ার্ড রাখা হবে। এই হাসপাতালগুলোতেই কিডনি ডায়ালাইসিসের মতো সেবা আমরা চালু করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। এগুলো বাস্তবায়ন হলে দেশের স্বাস্থ্যখাত ও চিকিৎসা সেবার পদ্ধতিই বদলে যাবে।

এর আগে সকালে মহেশপুর ও কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। এ সময় তিনি হাসপাতালে সেবা নিতে আসা রোগীদের সার্বিক খোঁজখবর নেন। সেই সাথে হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবার মান ও খাবারের মান নিয়েও রোগী ও তাদের স্বজনদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে তিনি কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেন। এসময় সরকারি বিভিন্ন দপ্তর ও স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।